সংবাদ

তারিখ ... SEP 05 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

সরকারি কলেজ শিক্ষকরা ধর্মঘটে : কোন ক্লাস হচ্ছে না

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিসিএস সাধারণ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ দিনের কর্মবিরতি চলছে। গতকাল কর্মবিরতির ৩য় দিনে সরকারি কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে ক্লাস হয়নি। এদিকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার দাবিতে আগামী ৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতি জেলায় সমাবেশ ও ১ অক্টোবর পল্টন ময়দানে মহাসমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া কারিগরি কলেজ শিক্ষকরা বিভিন্ন ফি কমানোসহ ১২ দফা দাবিতে প্রতীক অনশন কর্মসূচি পালন করেছে।

দেশের ২৭০টি সরকারি কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ১২ হাজার শিক্ষক, বিসিএস সাধারণ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে অভীকরণ বিধিমালা ২০০০ পরিবর্তন না করা ও পরীক্ষা প্রমার্জন প্রক্রিয়া বন্ধ করাসহ বিভিন্ন দাবিতে ৬ দিনের ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করছেন।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুমে রব্বানী খান 'সংবাদ'কে বলেন, কর্মবিরতির ৩য় দিন হলেও সরকার থেকে দাবি মেনে নেয়ার জন্য কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এমনকি

ক্লাস : পৃ: ১১ ক: ১

ক্লাস : হচ্ছে না

(১২ পৃষ্ঠার পর)

আলোচনায় বসার জন্য প্রস্তাবও করা হয়নি। তিনি বলেন, দাবি না মানলে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারি কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ক্লাস বর্জন চলবে।

গতকাল স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সংগঠন বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারের তালিকাভুক্ত ৫০০ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন। দাবি মানা না হলে ঘোষিত কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি মহাসমাবেশ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এই কর্মসূচির মধ্যে আমরণ অনশনের মতো কঠোর কর্মসূচিও থাকতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট (নন এমপিওভুক্ত) আহ্বায়ক মো. ইব্রাহীম খলিল। উপস্থিত ছিলেন মো. তোসেন উদ্দিন, মো. মুক্তার আলী, মো. শহিদুর রহমান, মো. আলীমুজ্জামান প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গত শিক্ষক কর্মচারীদের আন্দোলনে তারাও মো. সেলিম ভূঁইয়ার সঙ্গে আন্দোলন করেন। ওই আন্দোলনে ৩ নম্বর দাবি ছিল তাদের দাবি। কিন্তু সেই আন্দোলনে সেলিম ভূঁইয়া সামান্য সুবিধা নিয়ে নন এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সঙ্গে বেইমানি করে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ফলে নন এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দাবির সামান্যও পূরণ হয়নি।

গতকাল কারিগরি কলেজ শিক্ষকরা বিভিন্ন ফি এবং প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তি ও নবায়ন ফি হ্রাস, কারিগরি শিক্ষক-কর্মচারীদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেলসহ ১২ দফা দাবিতে মুক্তাঙ্গনে প্রতীক অনশন কর্মসূচি পালন করেছে। বাংলাদেশ কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে শিক্ষকরা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত প্রতীক অনশন কর্মসূচি পালন করেছেন। প্রতীক অনশন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার।